বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নোকার ফেডারেশনের আদর্শ গঠনতন্ত্র

ধারা - ১

নাম ঃ

১(ক) এই প্রতিষ্ঠানের নাম হবে " বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নোকার ফেডারেশন" (অতঃপর ফেডারেশন হিসাবে অভিহিত)

১(খ) ইহা একটা মুনাফাবিহীন প্রতিষ্ঠান যাহার অর্থ/আয় কেবলমাত্র অত্র প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ব্যবহার করা হবে ।

ধারা - ২

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

(ক) ফেডারেশনের উদ্দেশ্য সমূহ হবে ঃ

(ক) ফেডারেশনের আওতাধীন (সমগ্র বাংলাদেশ) ইহার খেলা সমূহের উন্নয়ন, প্রসার এবং প্রচার ।

(খ) ফেডারেশনের সাথে সংযুক্ত ক্লাব সমূহের সংশ্লিষ্ট খেলার প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া ।

(গ) ফেডারেশনের সাথে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এর উৎসাহিত করা ।

(ঘ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সহযোগিতা বজায় রাখা ।

(ঙ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা করা ।

(চ) সংযুক্ত ক্লাব সমূহের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলা ধুলায় অংশগ্রহনে উৎসাহিত করা ।

(ছ) খেলা সমূহের পরিকল্পনা, কর্মসূচী, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি তৈয়ার করা ।

(জ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট খেলা সমূহের মান বর্ধিত করা।

(ঝ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টুর্নামেন্ট, প্রদর্শনী খেলা, ইত্যাদির গঠন ও ব্যবস্থাপনা।

(ঞ) দরিদ্র ও অসহায় খেলোয়াড়দের কল্যান এ সহায়তা ।

(ট) প্রয়োজনবোধে সংযুক্ত এশীয় সংস্থা সমূহের কল্যান ও সুযোগ সুবিধা দানে সহায়তা ।

(ঠ) সংশ্লিষ্ট খেলার উপর বই, পত্রিকা ও স্মরণীকা প্রকাশ ।

(ড) সংযুক্ত এশীয় সংস্থা/সংগঠন/এশীয়াবিদদের মধ্যে দ্বৈতখেলা বিষয়ক জন্য উপায় ও পদ্ধতি বের করা ।

(ঢ) বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন ও তাদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া ।

(ণ) উপরোবর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাদি সমাপন অথবা জাতীয় এশীয় পরিষদ, বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী পালন ।

ধারা - ৩

সদস্যের শ্রেণিবিন্যাস ঃ

দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এই পরিষদ নিম্নবর্ণিতভাবে গঠিত হবে :

- সংযুক্ত ক্লাব/সংস্থা হতে কমপক্ষে ১জন করে প্রতিনিধি বা অন্য কোন ব্যক্তি যাহাকে ফেডারেশনের উন্নতিকল্পে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত করা হবে ।
- কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাগন যেমন- সভাপতি, সহ-সভাপতিগণ সাধারন সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ।
- জাতীয় এসীড়া পরিষদ থেকে একজন প্রতিনিধি ।

(খ) উপ-কমিটি- ফেডারেশনের কার্যাবলী সুন্দর ও তরিৎ গতিতে সম্পাদনের জন্য সাধারন পরিষদ কর্তৃক উপকমিটি বা অন্য কোন কমিটি গঠন করা যাবে ।

(গ) সাধারন পরিষদের সভা বছরে ১ বার বসবে । ইহা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে উক্ত সভা ঐ বছরের চ্যাম্পিয়নশীপের সময় বসিতে পারে । অন্যান্য সভার মতো এই সভা , সভাপতির বা সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বা অন্যূন পক্ষে ৮ জন সাধারন সদস্যের সম্মতিক্রমে ডাকা যাইবে ।

(ঘ) সাধারন পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক সাধারন সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী পরিচালনা করিতে পারিবে :

- সাধারন পরিষদের পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।
- সাধারন সম্পাদকের রিপোর্ট গ্রহন এবং আলোচনা ।
- কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট গ্রহন ।
- কার্যনির্বাহীদের নির্বাচন, যাহাদের সাধারন পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং যাদের নির্ধারিত মেয়াদ নিয়োগদানের অতিবাহিত হইয়াছে ।
- অন্য কোন বিষয়ে ।

(ঙ) ফেডারেশনের নিজস্ব স্বার্থ, সংহতি ও মর্যাদা বহনকারী নিজস্ব পতাকা, লোগো, মনোগ্রাম থাকিবে যাহা জাতীয় এসীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে ।

ধারা - ৪

অন্যান্য সংযুক্ত সংস্থা সমূহ :

নিম্নবর্ণিত সংস্থাসমূহ (যদি তাহারা ইচ্ছা প্রকাশ করে) ফেডারেশন এর সাথে সংযুক্ত হতে পারে :

- সেনা বাহিনী এসীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ।
- বিমান বাহিনী এসীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
- নৌ-বাহিনী এসীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
- বাংলাদেশ রাইফেলস্ এসীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
- বাংলাদেশ পুলিশ এসীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
- বাংলাদেশ আনসার এসীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
- আনু বোর্ড এসীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
- আনু বিশ্ববিদ্যালয় এসীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(৫)

ধারা - ৫

সদর দপ্তর ঃ

ফেডারেশনের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত থাকিবে ।

ধারা - ৬

সদস্য পদ ঃ

(ক) দেশে অবস্থিত ফেডারেশনের আওতাধীন যে কোন বিলিয়ার্ড স্নোকার স্নেয়িং ক্লাব (বি, পি, এস, সি,) ফেডারেশনের সাধারণ সদস্যদের জন্য আবেদন করিতে পারিবে । সভায় উপস্থিত সংখ্যাগুরু হাঁ সূচক ভোটে এরূপ সদস্য পদ নির্বাচিত হবে যদি আবেদনকারীর নিম্নবর্নিত যোগ্যতা থাকে ঃ

- সদস্যদের সঠিক রেজিষ্টারী বুক থাকা ।
- সংশ্লিষ্ট ক্লাবের নিয়ম বলু ক্লাবের সদস্যদের কাছে উন্মুক্ত থাকা ।
- ফেডারেশনের সংগঠন বিধি সমূহ মানিয়া চলা ।
- ফেডারেশনের মান মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা ।
- ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতার নিয়ম কানুন সমূহ মানিয়া চলা ।
- ফেডারেশনের [illegible] প্রতিযোগিতায় খেলা ।
- ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত বা ফেডারেশনের অনুমতিক্রমে অতিথি ক্লাব দ্বারা আয়োজিত প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করা ।

ধারা - ৬-২

পদত্যাগ ঃ

যে কোন সদস্য/ক্লাব/সংস্থা যাহার কোন বকেয়া পাওনা নাই বা ফেডারেশনের কোন বিধি বা ধারা লংঘন করে নাই সেরূপ সদস্য তাহা পদত্যাগ পেশ করতে পারে ।

ধারা - ৬-৩

বরখাস্ত ঃ নিয়মাবলী নিম্নরূপ ঃ

(ক) যদি কোন সদস্য/ক্লাব/সংস্থা তাদের কাছ থেকে বার্ষিক পাওনা টাকা বা বিল সমূহ নির্ধারিত সময় সীমার পরেও ১ বছর পর্যন্ত পরিশোধ না করে ।

(খ) যদি কোন সদস্য/ক্লাব/সংস্থা তাদের সাধারন পরিষদের মুলতবি পূর্ব চেয়ারম্যানের ক্ষমতাবলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের হাঁ সূচক ভোটে প্রমানিত হয় যে উক্ত সদস্য/ক্লাব সংস্থার সদস্য পদের যোগ্যতার গুনাবলী ছিল না অথবা ফেডারেশনের বা ইহার প্রতিযোগিতা

-ঘ -যু কোন খ্যাতি বিনষ্ট করেছে তাহা হইলে এরূপ সদস্য/ক্লাব/সংস্থাকে বরখাস্ত করা যাবে ।

ধারা - ৬-৪

পুনর্বহাল ঃ

(৪)

সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরু সম্মতি ভোটে পুনর্বহাল করা যেতে পারে এবং এ ক্ষে সাধারন পরিষদ প্রয়োজন বোধে ঐ সদস্য/ক্লাব/সংস্থার প্রতি পুর্বস্থানের পুর্বশর্তা প্রয়োগ করিতে পারিবে ।

ধারা ৬ ৭

কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা :

৭-১ কেডারেশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক এবং সাধারন পরিষদের নির্দেশ ক্রমে কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগন কেডারেশনের কার্যাবলীতে তাহাদের পুর্ব প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে ।

৭-২ কোরাম :

ধারা তিন এ বর্ণিত বিধানানুযায়ী সাধারন পরিষদের সভায় পরিষদের পুর্ন সংস্থার এক তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতিনিধি যদি উপস্থিত থাকে তাহা হইলে কোরাম গঠিত হবে এ ভাবে যদি কোন কোরাম গঠিত না হয় তাহা হইলে সভার মুলতবি হবে এবং মুলতবী সভায় যদি ৪জন সদস্য উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে কোরাম গঠিত হবে।

ধারা-৮-১ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা :

সাধারন সম্পাদক, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম-সম্পাদকদের কার্যএমের সময়সীমা হবে ৩ বছর এবং এই সময় সীমা অতিএমের পরে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে প্রত্যেক নির্বাহী পদ প্রার্থীকে সাধারন পরিষদের সভায় প্রতিনিধি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হতে হবে । সাধারন পরিষদের সভায় উপস্থিত অন্যূন ৩ সদস্যের সম্মতিএমে এই নির্বাচন প্রয়োজবোধে গোপন বালটে হবে ।

ধারা-৮-২ সভাপতি :

জাতীয় এমেচার পরিষদ আইনের ২০ নং পরিচ্ছেদ মতে কেডারেশনের সভাপতি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হবে । সভাপতি হবেন কেডারেশনের প্রধান কার্যনির্বাহীক । তিনি সাধারন পরিষদের সকল সভা সমুহ পরিচালনা করবেন, কেডারেশন সার্বি কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিবেন এবং সকল প্রকার সার্টিফিকেট ও মুল্যবান দলিল পত্র স্বাক্ষর করিবেন । সভাপতি যদি মনে করেন তাহা হইলে তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে সভাপতির দায়িত্ব সম্পাদনের অনুমতি দিতে পারেন।

ধারা - ৮-৩ সাধারন সম্পাদক

সাধারন সম্পাদক কেডারেশনের কার্যাবলী এবং দায়িত্ব যাহা যখনই সভাপতি বা কার্যনির্বাহিকদের মাধ্যমে প্রদত্ত হবে তাহার ব্যবস্থাপনা করিবেন । তিনি সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে সকল সভার নোটিশ ইস্যু করিবেন । সভা সমুহের কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করিবেন এবং মিনিট বুক বা অন্যান্য সকল দলিল পত্র রক্ষনাবেক্ষন এর দায়িত্ব পালন করিবেন । সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সভাপতি ব্যক্তিগত অন্যকোন ব্যক্তি বা সাধারন পরিষদের কোন সদস্যকে সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করিতে পারিবেন ।

৮-৪ কোষাধ্যক্ষ :

কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের সকল টাকা পয়াস এবং নিরাপত্তার তত্ত্বাবধায়ক হবেন এবং তিনি সকল হিসাব নিকাশের এই পত্র সংরক্ষণ করিবেন। সভাপতির অনুমোদন এ তিনি সকল তহবিলের ব্যবস্থাপনা করিবেন, প্রতি বছরের নিরীক্ষিত হিসাব পত্র সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রধান নির্বাহিক এর নির্দেশে তিনি অন্যান্য আনুষাংগিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদক করিবেন।

ধারা - ৮-৫
পদ শূন্যতা:

কোন কারনে পদের শূন্যতা হলে প্রয়োজনবোধে প্রধান নির্বাহীকের নির্দেশ পূরণ করা হবে।

ধারা - ৮-৬
দপ্তর কর্মচারী

বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনবোধে সভাপতির নির্দেশে এই ধরনের কর্মচারী নিয়োগ করা হবে এবং এদের কার্যাবলী সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

দপ্তর সম্পাদক পদের নিয়োগ জাতীয় এশিয়া পরিষদ কর্তৃক হইতে পারে এবং এমতাবস্থায় দপ্তর সম্পাদককে ফেডারেশনের মধ্যে অনুর্ভুক্তি করা হবে।

ধারা - ৯

অর্থ সমূহ :

৯-১ দেয় খরচা — সাধারন সভা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়, ফি এবং খরচা পত্রের পরিমান এবং উহা প্রদানের বা আদায়ের সময় সূচী নির্ধারন হবে।

৯-২ তহবিল :

ফেডারেশনের সকল তহবিল সদর দপ্তর এ অবস্থিত জাতীয়কৃত যে কোন তফসীল ব্যাংকে জমা রাখতে হবে দুইজন নির্বাহীকের স্বাক্ষরে চেকের মাধ্যমে তহবিলের লেনদেন করিবে। সাধারন সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ চেকের সহি করিবেন। এবং যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে তাহার স্থলে সভাপতি সহি করিবেন।

ধারা -১০

গঠনতন্ত্রের রদবদল/সংশোধন

সাধারন সভার দুই মাস পূর্বে সাধারন সম্পাদকের কাছে লিখিত নোটিশে প্রেরিত গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব সাধারন সভায় উপস্থাপন করা যাবে। এই ধরনের নোটিশ প্রাপ্তির সাথে সাথে সাধারন সম্পাদক ইহা সদস্যদের প্রচার করিবে। অন্যূন দুই তৃতীয়াং-

(2)

ধারা - ১১

পৃষ্ঠপোষক :

কোন ব্যক্তি সে যেই হোক না কেন, যাহার কার্যখ্যাতি স্বীকৃত হইয়াছে বা হবে ফেডারেশন এইরূপ ব্যক্তিকে সর্বসম্মতিক্রমে ভোটের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকের উপাধি দিতে পারিবে ।

ধারা - ১২

গঠনতন্ত্রের কোন ধারায় ব্যাখ্যা সম্পর্কে যদি কোন বিতর্ক উঠে সে ক্ষেত্রে সভাতির ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সকলের জন্য তাহা আবশ্যই মান্য হবে ।

ধারা - ১৩

উপ-বিধি :

গঠনতন্ত্রের পরিধি মোতাবেক এবং ফেডারেশনের কার্যাবলী সুনন্দ ও সুচারুরূপে পরিচালনার খাতিরে সাধারন পরিষদ যে কোন উপবিধি গ্রহন ও কার্যকরি করিতে পারিবে ।

গঠনতন্ত্রের পরিধি মোতাবেক বিলয়ার্ড এন্ড স্নোকার খেলা সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্তে উপবিধি প্রনয়ন এবং প্রচার করা যাবে ।

ধারা - ১৪

নির্দেশ:

সময় সময় প্রয়োজন বোধে মন্ত্রণালয় নির্দেশ জারী করিবেন এবং ফেডারেশনের উহা মানিতে বাধ্য থাকিবে ।

ধারা - ১৫

মধ্যস্থতাকারী :

ফেডারেশনের সকল নিবন্ধিকৃত সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতে স্মরণাপন্ন না হইয়া উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার বা গ্রহনযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংশা করিতে হইবে । ফেডারেশন বা জাতীয় এশীড়া পরিষদকে মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করা যাইতে পারে । মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উৎথাপন করিতে পারিবে না ।

ধারা - ১৬

আপীল কর্তৃপক্ষ :

(ক) ফেডারেশন কর্তৃক আরোপিত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে (ব্যক্তিগত বা দলগত) যুবও এশীড়া মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে আপীল করা যাইবে এবং এবং উক্ত আপীল পর্যালোচনাক্রমে মন্ত্রণালয়ে কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে ।

(খ) এই আপীল দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে না আসিলে মন্ত্রণালয় ইহা বিবেচনা করিবে না ।

(৮)

(গ) খেলা চলাকালীন সময়ে আম্পায়ার/রেফারী প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মন্তব্যালয়ে কোন আপীল করা যাইবে না।